ভূমি কি শুধুইরাজনৈতিক হাতিয়ার

মানস ভূঞ্যা

মানব জীবনেসভ্যতার বির্বতন ও মানবজাতির সমস্ত ক্রিয়াকলাপ যার উপরদাঁড়িয়ে অনুভূত,পরিলক্ষিত ও বিবর্তিত হয় তা হল ভূমি। সভ্যতা ও উন্নয়নের দ্রুততরপথে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ভূমি সম্পাদকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তাছাড়া ভূমির ক্ষয়,ভাঙন এবং বনজ সম্পাদকে ধবংস করার মরীয়া কার্যকলাপ ভূমি সম্পদকে আরও দ্রুততার সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত করেচলেছে। সাম্প্রতিক একটি জাতীয় সমীক্ষায় দেখা গেছে, সামগ্রিক ভৌগোলিকএলাকার ভূমি সম্পদের ২০ শতাংশ ওয়েস্টল্যান্ড হিসাবে চিহ্নিত, যার পরিমাণ প্রায় ৬৩.৮৫ মিলিয়নহেক্টর।

অভাবনীয় জনসংখ্যাবৃদ্ধির চাপ ভূমির উপর এক অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকরেছে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গএই নিরিখে এক ভয়ানক পরিস্থিতিরসামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৮ কোটি ২ লক্ষ ২১ হাজার।শহরে বাস করেন ২ কোটি আর গ্রামঞ্চলে বাস করেন ৬ কোটি মানুষ। পশ্চিমবঙ্গেমোট জমির পরিমাণ ৩ কোটি ২০ লক্ষ একর। ভারতবর্ষের ২৮ টি রাজ্যের মধ্যেপশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা ঘনত্ব (ডেনসিটি অফ পপুলেশন) সবচাইতেবেশি----প্রতি ১ বর্গ কিলোমিটারে ৯০৪ জন। আবার পশ্চিমবঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান রাজ্যেরতুলনায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ সব চাইতে কম ----- প্রতি মানুষপিছু ০.৮ একর। এই দুটি তথ্যই প্রমাণ করেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, সমাজ, অগ্রগতি, উন্নয়ন, অর্থনীতি ওরাজনীতি কি ভীষণ জটিল অবস্থার মধ্যে একে অপরকে পরখ করেছে। গ্রামবাংলারআর্থ - সামাজিক ও রাজনৈতিকঅবস্থা আজ একশো ভাগ ভূমি-কেন্দ্রিক। শহর এলাকায় আস্তে আস্তেএই সমস্যা ব্যাপকভাবে তীব্রতর হচ্ছে। নগরজীবনের টান আর সুযোগ সন্ধানীপ্রোমোটারদের আবেগভরা টানে পতঙ্গের মতো ঝপঝপ করেআকর্ষিত হচ্ছে সর্বস্তরের মানুষ, প্রশাসন। তাই গভীর থেকেগভীরতম হচ্ছে মানুষ আর ভূমির সম্পর্কের সংকট। এটাকে ইতিহাসের সংকটবলব, না সভ্যতার (অসভ্যতার), মানুষই তার বিচারের দায়িত্ব নেবে।

ভূমির রাজনীতিঃ

বিধানচন্দ্র রায়েরতৎকালীন মন্ত্রীসভার ভূমিরাজস্বমন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ প্রথম ভূমি অধিগ্রহণ এবংভূমিসংস্কার আইন প্রণয়ন করেন। জমিদারি উচ্ছেদ আইন আগেই হয়েগেছে। পরিবর্তী পর্যায়ে প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্যামাদাস ভট্টাচার্যের নেতৃত্বেঅনেক বাধা-বিপত্তির মা ঝেওপশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার কর্মসূচী অনেক দূর অবধি অগ্রসর হয়েছিল। দেশভাগেরঅভিশাপ পাঞ্জাব আর বাংলার উপর বর্ষিত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূলউদ্বাস্তু মানুষের অসহায় যন্ত্রণার মাঝে বিধানচন্দ্র রায় শান্ত, সংযত ওসহনশীলতার সঙ্গে স্বল্প ভুমির উপর তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরেছিলেন।

বাংলার বাইরেউদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিরোধিতা যদি বামপন্থী হঠকারীরা সেদিন না করতেন তাহলে ভূমিনিয়ে বাংলার সমস্যা আজ বোধহয় এতটা তীব্র হতনা। পরবর্তী পর্যায়েররাজনৈতিক সন্ন্যাসী অজয় মুখোপাধ্যায়ের কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাংলাকংগ্রেস গঠনের মধ্যে দিয়ে বাংলার মাটিতে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারেরআসনে প্রধানশরিক হন। জ্যোতি বসু হলেন উপমুখ্যমন্ত্রী এবং হরেকৃষ্ণ কোনার ভূমিরাজস্বমন্ত্রী। শুরু হল ভূমিসংস্কারের পথে জমিতে লাল পতাকা পুঁতে জমি দখল। এতসবকরেও দুবার যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ১ লক্ষ ৩৮ হাজার একর জমির হিসেবচিহ্নিত করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭২-৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলকংগ্রেস সরকার। ভূমিরাজস্বমন্ত্রী হলেন গুপদ খাঁ। সি পি আই(এম) দল গ্রহণ করেপ্রতিটি ব্লকে ঐ কমিটিকে প্রতিনিধি দিয়েছিল। ১৯৭২-৭৭ সালে কিংবা১৯৬৭-৭১ -এর আগে সরকারের আইন ও সরকারি অফিসাররাই খাস জমি চিহ্নিতকরে সরকারের হাতে ন্যস্ত করতেন। ১৯৭২ -৭৭ সালে কংগ্রেস আমলেসর্বদলীয় ব্লকস্তরের ভূমি সহায়ক কমিটি অফিসে বসে খাস জমি চিহ্নিতকরত এবং সকলের প্রস্তাব অনুযায়ী ভূমিহীনদের মধ্যে পাট্টা বিলি করত ও বর্গাদারের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যসত্যিকারের বর্গাদারের নামে বর্গারেকর্ড করতো। সিপিআই (এম)দলের সদস্য ও নেতারা তাতেসহমত পোষণ করে সায় দিতেন। কংগ্রেস আমলে সরকারি অফিসাররাইপ্রাধান্য পেতেন। বিডিও এসডিও ডিএম --- এঁরাই পাট্টা বিলি করতেন,কিছু ক্ষেত্রে মন্ত্রীরাও করতেন। কিন্তু কখনই ব্লককংগ্রেস কিংবা জেলাকংগ্রেসের সভাপতিরা সরকারি অফিসারদের পেছনে বসে পাট্টা বিলি করতেন না। তাঁরাআমন্ত্রিত হলেও পেছনের সারিতে জায়গা পেতেন। আর এখন----২ মাস ধরে চলবেলালপতাকা নিয়ে জমিদখলের মিছিল এবং অভিযান, পাট্টার প্রাপকদেরতালিকা তৈরি হবে স্থানীয় শাসকদলের অফিসে, বর্গাদারদের বর্গারেকর্ডের আগে তাররাজনৈতিক জেনেটিকস্‌টা ভালো করে দেখা নেওয়া হবে, নয়তো কেউ পাট্টাপাওয়ার অধিকার পাবে না নতুবা বর্গাদারও হতে পারবে না। ব্লকস্তরেগত ২৬ বছরে কোনও বিরোধী দলের প্রতিনিধিকে বা নির্বাচিত পঞ্চায়েতসদস্যদের ভূমি দপ্তরের কোনওকাজে যুক্ত করা হয়নি। তাই কোনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী, গ্রামীণঅর্থনীতির কোনও গবেষক বা ভূমিসংস্কারের উপর কাজ করা কোনও মানুষযদি সত্যিকারের অনুসন্ধানমুলক দলিল তৈরি করেন, তাহলে কেমন ছবি ধরাপড়বে ?

এখন অফিসারই পেছনে বসেন। আরলোকাল কমিটি, জোনাল কমিটি ও জেলা কমিটির কমরেডরাই লালপতাকাতুলে দরিদ্র মানুষদের বলেন ---- এই পাট্টা সি পি আই (এম)দিচ্ছে, এই বর্গারেকর্ড সি পি আই (এম) করাচ্ছে। বাস্তবেদেখা যাচ্ছে, সমস্ত কাগজপত্র শাসকদলের নেতারা পার্টি অফিসে রেখে দিচ্ছেননতুন পাট্টা প্রপক এবংবর্গাদারদের রাজনৈতিক দাসত্বকে চিরকালীন রূপ দিতে। কেননা, তাঁদের মাথায় ও মনে গণতন্ত্রের হাওয়া লেগেযদি তাঁদের কখনওবেয়াদপ করে তোলে, তার জন্য রাজনৈতিক শৃঙ্খলিত কারাগারে আপাত - মুক্ত বন্দী করে রাখা।

এইভাবে মানুষেরঅভাব, ভূমিহীনতা, পেটের জ্বালা আর দারিদ্রকে কিনে পুলিয়া থেকেবাঁকুড়া, বাঁকুড়া থেকে মেদিনীপুর, মেদিনীপুর থেকে দক্ষিণবঙ্গেরজেলাগুলো পেরিয়ে উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, জলপাইগুড়িতে ভূমি আজশাসকদলে র রাজনৈতিকচালিকাশক্তি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভূমিঅগ্রগতি, উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈরির চালিকাশক্তি হতে পারে নি। তাই বাংলারমাটিতে ভূমির ফসল উপযুক্ত মুল্যে বিক্রি করতে না পেরে বাংলর কৃষককুচবিহারে, বীরভূমে, বর্ধমানে এবং মেদিনীপুরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।উড়িষ্যার কালাহন্ডি থেকে ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুর খবর আমাদের গা-সওয়া হয়ে গোছে। কিন্তুকৃষকদরাদী ভূমিসংস্কারের তথাকথিত চ্যাম্পিয়নের রাজত্বে হরেকৃষ্ণকোনারের জেলা বর্ধমান থেকে যখন ঋণে জর্জরিত কৃষকের আত্মহননের খবর আসে, তখন ভাবি কী দিয়ে এইরাজ্যসরকারের পুরস্কার দেব !

তথ্যেরবাস্তবতা ঃ

পশ্চিমবঙ্গেরভূমিসংস্কার নিয়ে সারা দেশব্যাপী বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এই বিষয়েঅনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে যা তথ্যআমাদের হাতে এসেছে, তা এ খানে উল্লেখকরছি। ১৯২৫-৫৭ সাল থেকে পর্যায়ত্রমে হ২০০২-২০০৩ সাল অবধি বিভিন্ন সময়ের রাজ্যসরকারগুলির নেতৃত্বে ভূমিসংস্কারের নামে যা যা করা হয়েছিল, তার এটি প্রমাণ্য দলিলও এ খানে তুলে ধরছি, বিষয়টিকে সহজ করে বোঝার জন্য।

নিচের এইপরিসংখ্যান থেকে এটা পরিস্কার যে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৫সালের পর থেকেই প্রথম ভূমিসংস্কার চালু হয়েছিল। এটা কোনও একটিবিশেষ রাজনৈতিক দল বা সরকারের কৃতিত্ব নয়। এটা পশ্চিমবঙ্গের সবসরকারেরই সার্বিক কৃতিত্ব।

পশ্চিমবঙ্গে মোটজমি	৩কোটি ২০ লক্ষ একর
পশ্চিমবঙ্গে মোটকৃষি জমি	১কোটি ৪০ লক্ষ একর
পশ্চিমবঙ্গে মোটখাস হওয়া জমির পরিমাণ--- (২০০০সালের ডিসেম্বরপর্যন্ত)	২৯লক্ষ ৩৭ হাজার একর

খাসহওয়া জমির পরিমাণ ২০০০- এর ডিসেম্বর পর্যন্ত

মোট খাস-হওয়া কৃষিজমি	একর
২০০০ সালেরডিসেম্বর পর্যন্ত--------	১৩লক্ষ ৫০ হাজার
১৯৭৭ সালের জুলাইমাস অবধি----	১০লক্ষ ৭৫ হাজার
১৯৭২ - ৭৭----এই ৫ বছরে------	১ লক্ষ ৭৫ হাজার
১৯৭৭ - ২০০০ডিসেম্বর ---- এই ২৩ বছর-----	২লক্ষ ৭৫ হাজার

খাসহওয়া কৃষিজমির বন্টন ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত

খাস-হওয়া কৃষিজমি বন্টন হয়েছে	একর
২০০০ সালেরডিসেম্বর পর্যন্ত-----	১০লক্ষ ৩৮ হাজার
১৯৭৭ সালপর্যন্ত খাস -----	৬ লক্ষ ৩৫হাজার
১৯৭২ - ৭৭ ----এই৫ বছরে -----	২লক্ষ ৬০ হাজার
১৯৭৭ - ২০০০ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩ বছরে----	৪লক্ষ ৩৭ হাজার

মোটকতজন ভূমিহীন মানুষ ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাট্টা পেয়েছেন

ভুমিহীন মানুষ পাট্টা পেয়েছে	জন
২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত----	২৪ লক্ষ ২৭ হাজার
১৯৭২ - ৭৭ সালপর্যন্ত খাস -----	৬লক্ষ ৩৫ হাজার
১৯৭৭ - ২০০০ সালেরডিসেম্বর ২৩ বছরে----	১৪লক্ষ ৩৭ হাজার

মোটবর্গা রেকর্ডের সংখ্যা

বর্গা রেকর্ড	সংখ্যা
২০০০ সালেরডিসেম্বর পর্যন্ত---	১৪লক্ষ
১৯৭২ - ১৯৭৭ সাল(১৯৭৫ সাল থেকে শু হয়েছে)	১লক্ষ ৯০ হাজার
১৯৭৭- ২০০০ সালেরডিসেম্বর ২৩ বছরে------	১২লক্ষ ১০ হাজার

সূত্র - রাজ্য বিধান সভারভূমি দপ্তরের বাজেট ও বিভিন্ন বছরের ইকনমিক রিভিউ।

রাজনীতি বনামউন্নয়ন ?

আমাদের দুর্ভাগ্য,পশ্চিমঙ্গের মতো রাজ্যে সচেতনতা, সংবেদনশীলতা ও বিপ্লবী রাজনৈতিকচিন্তাশক্তির চালিকাশক্তি থাকা সত্ত্বেও সমবায় আন্দোলন মুখ থুবড়ে

পড়ে আছে। ফলে, ভূমি সংস্কার হলেও সমবায়ের ভিত্তিতে চাষ চালু করা যায়নি ।পশ্চিমবঙ্গের দুধের জন্য সমবায় হিমূল কর্পূরের মত হিমালয়ের পাদদেশে উবেগেছে আর গুজরাটের আমূল এখন দেশপেরিয়ে বিশ্ব পরিক্রমা করেছে।বুর্জোয়া রাজ্য পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশে একর পিছু খাদ্য শস্যউৎপাদন আজও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশি। ধান ও চালের উৎপাদন ১৯৭৫-৭৬ সালেওভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বেশি পরিমাণে হত, আর ২০০২ ,সালেও বেশি হয়েছে, তা নতুন কিছু নয়। তাই বোধহয় উন্নত বামফ্রন্টেরডু-ইট-নাও স্লোগান দেওয়া মুখ্যমন্ত্রী সামান্য হলেও অনুধাবন করেছেন যে, বর্তমানভূমির ওপর দাঁড়িয়ে মার্কসবাদের মোটা মশারিটা ছিঁড়ে ম্যাকিনসেরঅনুসন্ধানমূলক প্রস্তাবগুলির উপর নির্ভর করতে হবে, কৃষিতেযুগোপযোগী পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে। একেবারে ম্যাকিনসেরওপর নির্ভর করলে বামফ্রন্টের রাজনৈতিক ইজ্জত চলে যেতে পারে, এই ভেবে পুরো বিষয়টা সময়ের জাঁতাকলে পিষে ম্যাকিনসের রিপোর্টের উপর প্রগতিশীল মার্কসবাদীচিন্তার বামফ্রন্টীয় তকমা লাগিয়ে আগামী রবি মরশুম থেকে পশ্চিমবাংলাকৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লবের জন্য নাকি তৈরি হচ্ছে !!

আসলে, বাস্তবথেকে মুখ ঘুরিয়ে এক অপরকে ভেংচি কাটার প্রতিয়োগিতায় নেমেছেসবাই। ভূমি বা জমিকে একটুকরো টির মতো গত ২৬ বছর ধরে এই রাজ্যেরক্ষুধার্ত, বিপন্ন, দরিদ্র,ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছে শাসকদল। তাদের কাছেভূমি বা জমিই হল দল বাড়ানো আর দলের আধিপত্য বিস্তারের একমাত্রজোরালো হাতিয়ার। নিছিলে এসো, ভোট দাও— তবেই পাট্টা পাবে। তবেই বর্গা রেকর্ড হবে। বর্তমান সরকারভূমি বা জমিকে কাটতে কাটতে টুকরো করে ছোট ছোট খন্ডজমি ছড়িয়েদিয়েছে গরিব মানুষের মধ্যে। তাতে ভোট বেড়েছে ঠিকই কিন্তু গ্রামেরদারিদ্রও বেড়েছে, স্কুল পালানো ছেলে-মেয়েদের সংখ্যাও বেড়েছে। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বাংলারভুমি ও তার সংস্কার। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভবিষ্যতের দিকেতাকানোর কথা সরকার একবারও ভাবছে না।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com